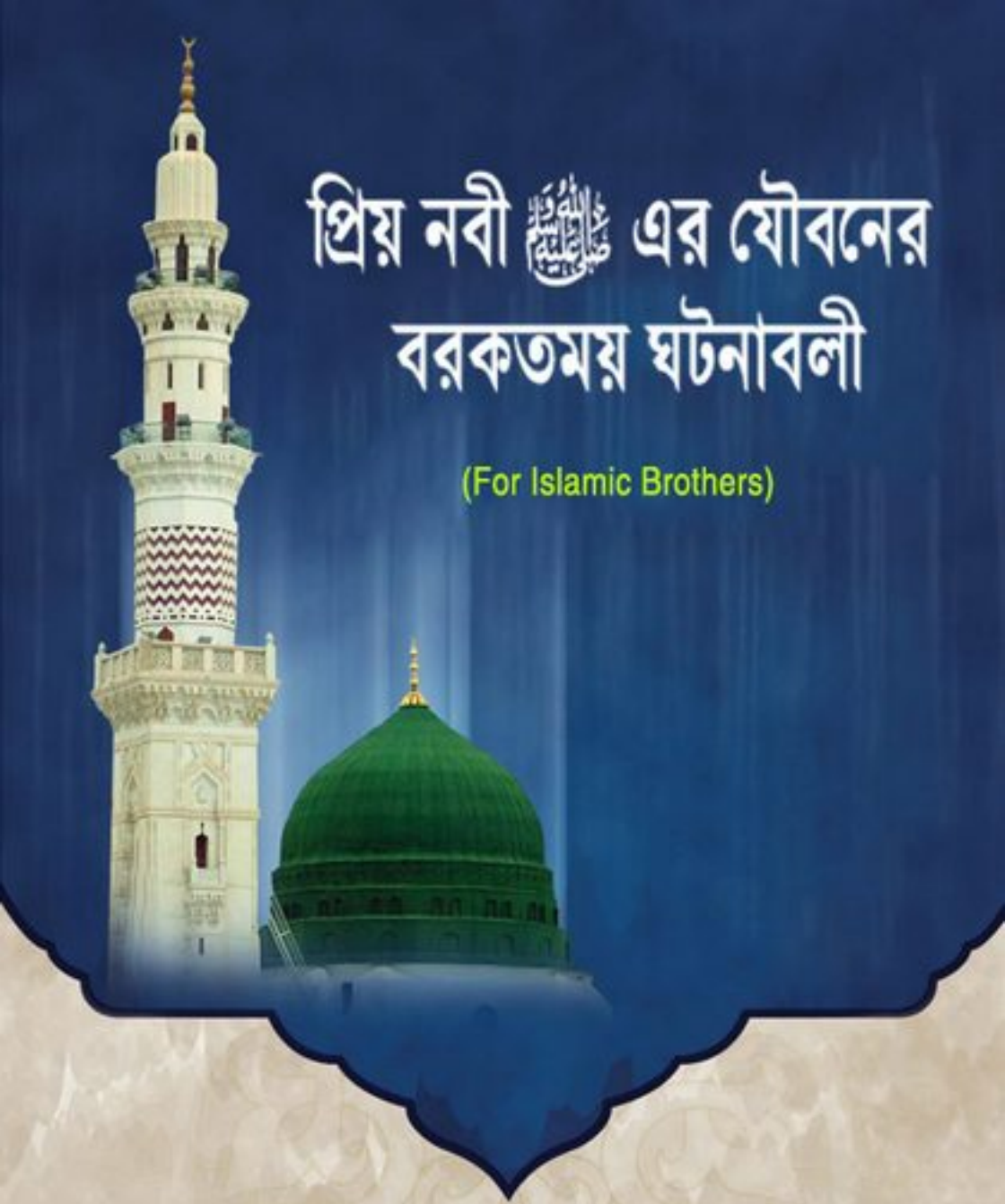

প্রিয় নবী ﷺ এর যৌবনের বরকতময় ঘটনাবলী

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, **আল্লাহ তায়ালা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ এবং সোনার কলম থাকে, তারা লিখে যে, কে বৃহস্পতিবার দিন এবং বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(কানযুল উম্মাল, ১/২৫০, হাদীস নং-২১৭৪)

হাম নে খতা মে না কি, তুম নে আতা মে না কি, কোয়ী কমী সরওয়ারা তুম পে করোড়ো দুরূদ

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

❀ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ❀ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ❀ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ❀ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ❀ تُوْبُوْا اِلَى الله!,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ❀ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাল্যকাল শেষ হলো এবং মোবারক যৌবনকাল এলো, তখন বাল্যকালের ন্যায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যৌবনকালও সাধারণ লোকের চেয়ে অনন্য ছিলো। নবুয়ত প্রকাশের পূর্বেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সারা জীবন উত্তম চরিত্র ও উত্তম অভ্যাসের ভান্ডার ছিলো। সত্যবাদিতা, সততা, বিশ্বস্ততা, ওয়াদা রক্ষা, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালবাসা, দয়া ও দানশীলতা, জাতির সেবা, বন্ধুদের সাথে সহমর্মিতা, নিকটাত্মীয়দের প্রতি সহানুভূতি, গরীব ও অভাবীদের খোঁজখবর রাখা, শত্রুদের সাথে সদাচরণ, **আল্লাহ তায়ালা**র সৃষ্টির কল্যাণ কামনা মোটকথা সকল নেক অভ্যাস এবং ভাল ভাল বিষয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতোই উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, দুনিয়ার বড় বড় মানুষের জন্য সেখানে পৌঁছা তো দূর? এর চিন্তা করাও সম্ভব নয়। আসুন! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকতে আমরা **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঈর্ষণীয় এবং অনুসরনীয় বরকতময় যৌবনের আলোকিত দিক সম্পর্কে কিছু

www.dawateislami.net

ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনে নিজের অন্তরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আরো বৃদ্ধি করার সুযোগ করে এই ঘটনাবলী থেকে অর্জিত হওয়া মাদানী ফুলকে নিজের অন্তরের মাদানী ফুলদানিতে সাজানোর চেষ্টা করি।

হিলফুল ফুযুল

ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো। প্রতিদিনকার যুদ্ধে আরবের অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। চারিদিকে নিরাপত্তা হীনতা এবং সর্বদা লুটতরাজের কারণে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কোন ব্যক্তিই নিজের প্রাণ ও সম্পদকে নিরাপদ মনে করতো না। না দিনে শান্তি, না রাতে আরাম, এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অতিষ্ট হয়ে কিছু শান্তি প্রিয় লোক একটি সংশোধমুলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলো। যেমনিভাবে- বনু হাশিম, বনু যুহরা, বনু আসাদ ইত্যাদি গোত্র কোরাইশের বড় বড় সর্দার, আব্দুল্লাহ বিন জুদআনের বাড়িতে একত্রিত হলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা যুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব প্রস্তাব করলেন যে, বর্তমান এই পরিস্থিতি সুধরানোর জন্য কোন সন্ধি করা উচিৎ, সুতরাং কোরাইশ বংশীয় সর্দারেরা **"বাচোঁ এবং বাঁচতে দাও"** এধরনের একটি সন্ধি করলো এবং শপথ করে ওয়াদা করলো যে, **আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো, মুসাফিরদের নিরাপত্তা প্রদান করবো, গরীবদের সাহায্য করতে থাকবো, অত্যাচারীতদের সহায়তা করবো, কোন অত্যাচারী এবং জবরদস্তি অধিকার খর্বকারীকে মক্কায় থাকতে দেবো না।** (সীরাতে মুস্তফা, ৮৯ পৃষ্ঠা)

এই সন্ধিতে (Agreement) অন্তর্ভূক্ত অনেক লোকের নাম ছিলো ফযল, এই কারণেই এই সন্ধিকে **"হিলফুল ফুযুল"** বলা হয় অর্থাৎ ঐ ক'জনের সন্ধি যাদের নাম ফযল ছিলো। (সীরাতে হিশাম, ১/২৯৭) এতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও অংশগ্রহণ করেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এই সন্ধি এতোই প্রিয় ছিলো যে, নবুয়তের ঘোষনার পর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতেন যে, এই সন্ধির কারণে আমি এতোই আনন্দিত হয়েছিলাম যে, যদি এর পরিবর্তে কেউ আমাকে লাল রঙের উটও দিতো তবে আমার এতো আনন্দ লাগতো না। আজ ইসলামেও যদি কোন অত্যাচারীত আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে আমি তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছি। (সীরাতু নববীয়া লিইবনে হিশাম, হারবুল ফাজার, ৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কহোঁ কিস সে আহ! জা'কর সুনে কোন মেরে সরওয়ার
মেরে দরদ কা ফাসানা মাদানী মদীনে ওয়ালে
মুঝে আ'ফতোঁ নে ঘেরা, হে মুসিবতোঁ কা ডেরা
ইয়া নবী মদদ কো আ'না মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৫ ও ৪২৭ পৃষ্ঠা)

ওহ নবীয়োঁ মে রহমত লকব পানে ওয়ালা
মুরাদেঁ গরীবোঁ কি বর লা'নে ওয়ালা
মুসিবত মে গাইরোঁ কে কাম আ'নে ওয়ালা
ওহ আপনে পরায়ে কা গম খানে ওয়ালা
ফকিরোঁ কা মা'ওয়া, দ্বয়িফোঁ কা মুলজা
এতিমুঁ কা ওয়ালি, গোলামুঁ কা মওলা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে আমাদের কিছু মাদানী ফুল অর্জিত হয়েছে, **(১)** প্রথম মাদানী ফুল এটি অর্জিত হলো যে, যৌবনেও **তাজেদারে নবুয়ত, মালিকে কাওসার ও জান্নাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার এমন অবস্থা ছিলো যে, কোরাইশ বংশীয় বড় বড় সর্দার তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং সন্ধিতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও অন্তর্ভূক্ত করতেন। নিজের প্রতিটি গুণে উৎকর্ষ মন্ডিত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অভাবনীয় জ্ঞানের শান ও মহত্বের প্রতি মারহাবা যে, জলিলুল কদর তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বীহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি ৭১টি আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করেছি, এসবে লিখা পেয়েছি: **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়া সৃষ্টির পর হতে দুনিয়া ধ্বংস করা পর্যন্ত সমস্ত লোকদের যে জ্ঞান প্রদান করেছেন, তা **নূরে খোদা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্ঞান মোবারকের তুলনায় এমন, যেমন সারা দুনিয়ার মুরুভূমির সামনে বালির একটি কণা। নিশ্চয় হযরত সায়্যিদুনা **নূরে খোদা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্ঞান এবং মতামত সকল লোকদের চেয়ে বেশি উন্নত এবং উত্তম।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বা'তেঁ, ৪/৪২)

তেরে খুলক কো হক নে আযিম কাহা, তেরে খিলক কো হক নে জমিল কিয়া,
কোয়ি তুঝ সা হুয়া হে না হোগা শাহা, তেরে খালিকে হুসনে আদা কি কসম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

(২) দ্বিতীয় মাদানী ফুল হলো যে, **অশান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি, স্থায়ী প্রশান্তির আধার, হারামাঈনের তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যাচারিতদের সহানুভূতিশীল ও কষ্ট লাঘবকারী এবং তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলেন, তাই

www.dawateislami.net

যখন অত্যাচারিতদের সপক্ষে "হিলফুল ফুযুল" সন্ধি সংগঠিত হলো, তখন **হুযুরে পূরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হয়ে ইরশাদ করলেন: **"এই সন্ধির কারণে আমি এতোই আনন্দিত হয়েছি যে, যদি এই সন্ধির পরিবর্তে কেউ আমাকে লাল রঙের উটও দিতো, তবু এতো আনন্দিত হতাম না।"** সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমরাও যেনো অত্যাচারিতদের দুঃখ কষ্ট অনূভব করি, তাদের সহায় হই, তাদের উদ্ধার করি এবং নিজের ক্ষমতা (Authority) অনুযায়ী অত্যাচারীর অত্যাচার বন্ধ করি। সৌভাগ্যবান হচ্ছে সেসব মুসলমান, যারা অত্যাচারিতদের সাহায্য করে থাকে, এরূপ লোকদের জন্য **দয়ালু আল্লাহ্**র পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ রয়েছে, যেমনটি

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন মুসলমানের চাহিদা অভাব করে, **আল্লাহ তায়ালা**র তার জন্য তিয়াত্তর (৭৩)টি মাগফিরাত লিখে দেবেন, এর মধ্যে একটি দ্বারা তার সকল কাজ সমাধান হয়ে যাবে এবং বাহাত্তর (৭২)টি দ্বারা কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিত তা'আউন আলাল বিররে ওয়াত তাকওয়া, হাদীস নং-৬, ১২০/৭৬৭০) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে কোন অত্যাচারিতের সাথে তাকে সাহায্য করার জন্য গেলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সেই দিন দৃঢ় কদম দান করবেন, যেদিন কদম পিছলে যাবে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, মালিক বিন আনাস, ৬/৩৮৩, হাদীস নং-৯০১২)

বরোজে কিয়ামত হো এ্যয়সি এনায়ত, রাহোঁ পুল পে সাবিত কদম ইয়া ইলাহী!
হামিশা হাত ভালাই কে ওয়াস্তে উঠেঁ, বাচাঁনা যুলম ও সিতম চে মুঝে সদা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১১,৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) তৃতীয় মাদানী ফুল হলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যৌবনেও সমাজ সংশোধনের সত্যিকার অগ্রদূত ছিলেন, ঝগড়া বিবাদ এবং রক্তক্ষয়ের বিষয়কে নিঃশেষ করতে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন, অথচ অপরদিকে আমাদের মতো অপদার্থদের অবস্থা এমন যে, ঝগড়া বিবাদকারী মুসলমানকে বিরত রাখার এবং ক্ষমা ও মার্জনা করানোর পরিবর্তে তাদের আরো রাগান্বিত করে দিই, দূরে দাড়িয়ে তামাশা দেখে মজা নিয়ে থাকি, বরং ঝগড়ার ছবি তুলে এবং ভিডিও করে স্যোশাল মিডিয়ায় আপলোড করে দিই। একটু ভাবুন তো! **আশিকানে রাসূল কি শুধু দাওয়াত**

www.dawateislami.net

এবং শ্লোগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে? আশিকানে রাসূল কি অনুভূতিহীন হয়ে থাকতে পারে? আশিকানে রাসূল কি মুসলমানদেরকে ঝগড়া বিবাদ করতে দেখে মজা উপভোগ করতে পারে? আশিকানে রাসূল কি ঝগড়া বিবাদকারী মুসলমানদের দেখে তাদের ছবি এবং ভিডিও বানাতে পারে? নিশ্চয় নয়! কখনো নয়! আশিকানে রাসূল তো মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা এবং জানমালের নিরাপত্তা প্রদানকারী হয়ে থাকে, আশিকানে রাসূল তো মুসলমানদেরকে পরস্পরকে একত্রকারী হয়ে থাকে, আশিকানে রাসূল তো মুসলমানদের মাঝে অসন্তুষ্টি দূরকারী হয়ে থাকে, আশিকানে রাসূল তো মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে তাদের নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হয়ে থাকে। তাই আসুন! আজ থেকে নিয়্যত করি যে, ঝগড়া বিবাদকারী মুসলমানদের তামাশা দেখবো না, তাদের ছবি এবং ভিডিও বানাবো না, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে ঝগড়াকারী বা পরস্পর অসন্তুষ্ট মুসলমানদের মাঝে সমঝোতা করিয়ে এতে অর্জিত সাওয়াবের ভাগিদার হবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মুসলমানদের মাঝে সমঝোতাকারীর ফযীলত সম্বলিত একটি খুবই সুন্দর হাদীসে পাক শ্রবণ করি, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদের এমন কাজের বিষয়ে বলবো না, যা মর্যাদার দিক থেকে রোযা, নামায এবং যাকাতের চেয়েও উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কেন নয়। ইরশাদ করলেন: পরস্পরের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেয়া। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি ইসলাহ যাতিল বাইন, ৪/৩৬৫, হাদীস নং-৪৯১৯) তবে মনে রাখবেন! মুসলমানদের ঐরূপ সমঝোতা করা জায়িয, যা শরীয়াতের গন্ডিতে হয়। এমন সমঝোতা, যা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে দেয়, তা জায়িয নয়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানদের মাঝে সমঝোতা করানো জায়িয, কিন্তু ঐ সমঝোতা (জায়িয নয়) যা হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করে দেয়। (আবু দাউদ, কিতাবুল আকদ্বিয়া, বাব ফিস সুলহ, ৩/৪২৫, হাদীস নং-৩৫৯৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই

www.dawateislami.net

হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: যেমন; স্বামী স্ত্রীর মাঝে এরূপ সমঝোতা করানো যে, স্বামী ঐ মহিলার সতিনের নিকট যাবে না বা ঋণগ্রস্থ মুসলমান এতটুকু পরিমান মদ ও সুদ সেই অমুসলিম ঋণদাতাকে দেবে। প্রথম অবস্থাটি হালালকে হারাম করলো আর দ্বিতীয় অবস্থাটি হারামকে হালাল, এধরনের সমঝোতা হারাম, যা ভঙ্গ করে দেয়া ওয়াজিব। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৩০৩)

দুনিয়া কে ঝগড়ে খতম হোঁ অউর মুশকিলে টলে, সাদকা হাসান হুসাইর কা ইয়া রব্বে মুস্তফা!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মুসলমানের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেয়া কিরূপ বরকতময় আমল যে, হাদীসে পাকে তা মর্যাদার দিক দিয়ে রোযা, নামায এবং যাকাতের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আহ! যদি সেই সময়ও আসতো, যাতে আমরা মুসলমানের মাঝে সমঝোতাকারী হয়ে যাবো। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রতি উৎসর্গিত, যিনি নিজের সুন্নাতে ভরা বয়ানে, মাদানী মুযাকারায় এবং লেখনি ও সম্পাদনা ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যতভাবে এই সুন্নাতকে জীবিত রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য উৎসাহও প্রদান করতেই থাকেন, যার একটি চিত্তকর্ষক ঝলক হলো তাঁরই লিখিত রিসালা **"অনৈক্যের চিকিৎসা"**, সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ দিন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

প্রিয় নবী ﷺ এর যৌবন এবং সিরিয়ার সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বয়স প্রায় ২৫ (পঁচিশ) হলো, তখন **তাঁর** আমানতদারিতা এবং সততার চর্চা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিলো। হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا মক্কার একজন অনেক বড় সম্পদশালী মহিলা ছিলেন। তাঁর স্বামী ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর প্রয়োজন ছিলো কোন

আমানতদার মানুষ, তবে তার মাধ্যমে নিজের ব্যবসার মালামাল সিরিয়া প্রেরণ করতো, সুতরাং তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টি এই কাজের জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নির্বাচন করলো এবং বার্তা পাঠালো যে, আপনি যদি আমার ব্যবসার মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় যান তবে যে পারিশ্রমিক আমি অন্যদের দিবো আপনার আমানতদারিতা এবং সততার কারণে আপনাকে তার দ্বিগুণ দিবো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন এবং ব্যবসার মালামাল নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই সফরে হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাঁর একজন বিশ্বস্ত গোলাম **"মায়সারা"** কেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে প্রেরণ করলেন, যেনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমত করতে থাকে। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর **'বুসরা'**র বাজারে পৌঁছলেন সেখানকার **"নাসতুরা"** পাদ্রীর খানকার পাশে অবস্থান করলেন। **"নাসতুরা"** মায়সারাকে অনেক আগে থেকেই চিনতো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আকৃতি দেখেই **"নাসতুরা"** মায়সারার কাছে এলো এবং জিজ্ঞাসা করলো যে, হে মায়সারা! ইনি কে, যিনি এই গাছের নিচে অবতরণ করেছেন? মায়সারা উত্তর দিলো: ইনি হচ্ছেন মক্কার অধিবাসী এবং বনু হাশিম গোত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র, তাঁর নাম হচ্ছে **"মুহাম্মদ"** এবং উপাধী হলো **"আমিন"**। মাসতুরা বললো: শুধু নবী ছাড়া এই গাছের নিচে আজ পর্যন্ত কেউ অবস্থান করেনি। তাই আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে, **"নবীয়ে আখিরুজ্জামান"** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) (শেষ নবী) হচ্ছেন ইনিই। কেননা, শেষ নবীর সকল নিদর্শন যা আমি **তাওরাত** ও **ইঞ্জিলে** পড়েছি তা সব কিছুই **তাঁর** মাঝে দেখছি। আহ! যদি আমি সেই পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম, যখন তিনি নিজের নবুয়তের ঘোষণা করবে তখন আমি **তাঁকে** যথাসাধ্য সাহায্য করতাম এবং প্রাণোৎসর্গ করে **তাঁর** সেবা করাতে নিজের সাড়া জীবন অতিবাহিত করে দিতাম। হে মায়সারা! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, সাবধান! এক মুহূর্তের জন্যও তুমি **তাঁর** থেকে পৃথক হয়ো না এবং খুবই একনিষ্ঠ ও ভক্তি সহকারে তাঁর খেদমত করতে থাকবে। কেননা, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে **"খাতামুন্নবিয়্যিন"** এর মর্যাদা দান করেছেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বুসরার বাজারে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবসার মালামাল বিক্রি করে মক্কায়ে মুকাররমায় ফিরে এলেন। ফিরার পথে যখন **তাঁর** কাফেলা মক্কা শহরে প্রবেশ করতে লাগলো

www.dawateislami.net

তখন হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا একটি বালাখানায় (সুউচ্চ কক্ষ) বসে কাফেলার আগমনের দৃশ্য দেখছিলেন। যখন তাঁর দৃষ্টি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর পড়লো তখন তাঁর এমন মনে হলো যে, দু'জন ফিরিশতা **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক মাথার উপর রোদ থেকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছেন। হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর অন্তরে সেই নূরানী দৃশ্যের একটি বিশেষ প্রভাব পড়লো এবং তিনি খুবই ভক্তি ও ভালবাসা এই মনোরম দৃশ্য দেখতে রইলেন। অতঃপর নিজের গেলাম মায়সারার সাথে কয়েকদিন পর এই আলোচনা করলে, তখন মায়সারা বললো যে, আমি তো সম্পূর্ণ সফরে এই দৃশ্যই দেখছিলাম। তাছাড়াও আমি আরো অনেক আশ্চার্যজনক বিষয় দেখেছি। অতঃপর মায়সারা পাদ্রী নাসতুরার কথোপকথন এবং তার ভক্তি ও ভালবাসার কথাও উল্লেখ করলেন। একথা শুনে হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বিয়ে করার আগ্রহ জাগলো। **(মাদারিজুন্নুবুয়ত, ২য় খন্ড, ২য় অধ্যায়, ২/২৭)**

হাম উন কে যেয়রে ছায়া রাহতে হে জিন কা ছায়া নযর নেহী আ'তা
জুলিয়াঁ ভরী জা'তি হে আ'লম কি দেনে ওয়ালা নযর নেহী আ'তা

বিবাহের প্রস্তাব

হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا খুবই ভদ্র মহিলা ছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁর পুতঃপবিত্রতার কারণে তাঁকে তাহেরা (পবিত্র) বলতো। কোরাইশের সর্দারেরা তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলো কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا সবার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চরিত্র ও আচরণ দেখে এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আশ্চার্যজনক অবস্থাদির কথা শুনে নিজে থেকেই তাঁর অন্তরে **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেলো। সুতরাং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফি হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে ডাকলেন এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানলেন অতঃপর হযরত সায়্যিদাতুনা নাফিসা বিনতে উমাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মাধ্যমে নিজে থেকেই **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। প্রসিদ্ধ জীবনি লিখক হযরত ইমাম ইবনে ইসহাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ লিখেন: এই সম্পর্ককে পছন্দ করার কারণ হিসেবে হযরত সায়্যিদাতুনা

www.dawateislami.net

খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ বর্ণনা করেন যে, আমি আপনাকে আপনার উত্তম চরিত্র এবং আপনার সত্যবাদিতার কারণেই পছন্দ করেছি। **(শরহে যুরকানি, তাযবিজা মিন খাদিজা, ১/৩৭০-৩৭৪)**

তেরা খুলক সব চে বা'লা, তেরা হুসন সব চে আ'লা,
ফিদা তুঝ পে সব যামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৫ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ হে মদীনা ওয়ালা আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার মোবারক চরিত্র সবচেয়ে উত্তম এবং মোবারক সৌন্দর্য সবচেয়ে উন্নত, আপনার সৌন্দর্য মোবারক এমন যে, **হে মদীনা ওয়ালা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি সকল যুগ উৎসর্গিত।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই সম্পর্ককে **তাঁর** চাচা আবু তালিব এবং বংশের অন্যান্য বয়োবৃদ্ধদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সকলেই খুবই আনন্দচিত্তে এই সম্পর্ককে গ্রহণ করলেন এবং বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ও অন্যান্য চাচা, বংশের অন্যান্য ব্যক্তিত্ব এবং বণী হাশিমের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সর্দারদের সাথে নিয়ে হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর বাড়িতে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন হলো। এই বিবাহের সময় আবু তালিব খুবই জ্ঞানগর্ব খুতবা পাঠ করেন। **(শরহে যুরকানি, তাযভিজা আলাহিস সালাম মিন খাদিজা, ১/৩৭৫-৩৭৬)** যার অনুবাদ হলো যে, সকল প্রশংসা ঐ মহান সত্তার জন্য, যিনি আমাদেরকে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম (عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام) এর বংশে এবং হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল (عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام) এর সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং মা'আদ ও মুদ্বারের বংশে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ঘর (কাবা) এবং হেরেমের পাহারাদার বানিয়েছেন, আমাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ঘর এবং নিরাপত্তার হেরেম দান করেছেন আর আমাদেরকে মানুষের বিচারক বানিয়েছেন। সে আমার ভাইয়ের সন্তান মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)। সে এমন এক যুবক যে, কোরাইশের যেকোন লোকের সাথেই **তাঁর** তুলনা হোক না কেন, তার থেকে সবদিক দিয়েই উচ্চই থাকবে। তবে হ্যাঁ, সম্পদ **তাঁর** নিকট যদিও কম, কিন্তু সম্পদ তো একটি ঢলে পড়া ছায়া স্বরূপ এবং পরিবর্তনশীল বস্তু। আমার ভাতিজা মুহাম্মদ

www.dawateislami.net

(صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হলো সেই, যার সাথে আমার সম্পর্ক এবং নৈকট্য ও ভালবাসা তোমরা সবাই ভালভাবেই জানো। সে হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে বিবাহ করছে এবং আমার সম্পদ হতে বিশটি উট মোহরানা হিসেবে সাব্যস্ত করছে আর তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জল, মহান এবং মহা মর্যাদাবান। (শরহে যুরকানি, তাযভিজা আলাহিস সালাম মিন খাদিজা, ১/৩৭৬) এরপর হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি খাদিজা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফালও দাঁড়িয়ে একটি চমৎকার খুতবা পাঠ করলো, যার সারাংশ হচ্ছে: **খোদা তায়ালার** জন্যই প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এমনই বানিয়েছেন, যেমনিভাবে হে আবু তালিব! আপনি উল্লেখ করেছেন এবং আমাদেরকে সেই সকল ফযীলত দান করেছেন, যা আপনি বর্ণনা করেছেন। কোন সম্প্রদায়ই আপনাদের ফযীলত অস্বীকার করতে পারবে না এবং কোন ব্যক্তি আপনাদের গর্ব ও মর্যাদাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না আর নিশ্চয় আমরা খুবই উৎসাহের সহিত আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ এবং সম্পর্ক করাকে পছন্দ করি, সুতরাং হে কোরাইশ! তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি হযরত খাদিজা বিনতে খোয়াইলদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে চারশত মিসকাল মোহরানার বিনিময়ে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিবাহ বন্ধনে অর্পন করলাম।

(শরহে যুরকানি, তাযভিজা আলাহিস সালাম মিন খাদিজা, ১/৩৭৫-৩৭৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যৌবনকালে আমাদের **আক্বা ও মাওলা, আহমদে মুজতাবা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমানতদারীতা, সত্যবাদীতা এবং উত্তম চরিত্রে কিরূপ পরিপূর্ণ ছিলেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** এই উন্নততর গুণাবলীর কারণে আপন পর, জনসাধারণ সবার মাঝে সাদিক ও আমিন (অর্থাৎ সত্যবাদী ও আমানতদার) উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমানতদারীতা, সততা এবং উত্তম চরিত্রের ফযীলতই তো ছিলো যে, হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বিনা ভয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের মালামাল বিক্রির জন্য দিয়ে দিতেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনোমুগ্ধকর মাদানী আচরণ হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর মতো পর্দানশীন মহিলার অন্তরকে জয় করে নিলো, এমনকি তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিবাহ করে উম্মুল মুমিনিনের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন।

www.dawateislami.net

তেরি সুরত তেরি সিরত যমানে চে নিরালি হে, তেরি হার হার আদা পেয়ারে দলীলে বেমেছালী হে।
(যওকে না'ত, ১৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমরা একটু ভাবি যে, আমরা কি উত্তম চরিত্রের অধিকারী? আমরা কি সর্বদা সত্যকথা বলি? আমরা কি আমানতদার? আমরা কি মুসলমানের সাথে সদাচরণ করি? আমাদের চরিত্র তো এমন উত্তম হওয়া উচিৎ যে, গুনাহগার ও বদকাররা আমাদের চরিত্র দেখে প্রভাবিত হয়ে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয়, নেকীর পথে পরিচালিত হয় এবং অমুসলিমরা দেখলে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **সদাচরণের আধার, রাসূলদের সর্দার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্র তো এমন উত্তম ছিলো যে, **তাঁর** শান ও মহত্বকে কোরআনে করীমের ২৯ পারার সূরা কলম এর ৪নং আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿۴﴾
(পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অবশ্যই আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।

প্রিয় আক্বা, মদীনা মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নবী হওয়ার উদ্দেশ্য এবং সৎ চরিত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ আমাকে চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও গুণাবলীকে পরিপূর্ণ করার জন্যই পাঠানো হয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবু হুসনিল খুলক, বাবু মা'জা ফি হুসনিল খুলক, ২/৪০৪, হাদীস নং-১৭২৩)

তেরে খূলক কো হক নে আযীম কাহা তেরে খিলক কো হক নে জামিল কিয়া
কোয়ি তুঝ সা হুয়া হে না হো'গা শাহা তেরে খালিকে হুসন ও আদা কি কসম
(হাদায়িকে বখশিশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমার দয়াময় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**! আল্লাহ তায়ালা** আপনার চরিত্র মোবারককে কোরআনে করীমে আযীম (খুবই মহান) বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং আপনার সৌভাগ্যময় জন্মকেও সৌন্দর্য্য দান করেছেন, আপনার সৌন্দর্য্য এবং সুন্দর আচরনকে সৃষ্টিকারী রব তায়ালার শপথ! **"আপনার মতো সুন্দর না পূর্বে কেউ ছিলো আর না কেউ ভবিষ্যতে হতে পারে।"**

www.dawateislami.net

সুতরাং সকল মুসলমান বিশেষ করে যুবকদের উচিৎ যে, তারা যেনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রকে নিজের জন্য অনুসরনীয় আদর্শ বানিয়ে আমানতদারীতা, সৎ চরিত্র এবং সততার ন্যায় পবিত্র গুণাবলীকে নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেয়া। কেননা, যে ব্যক্তি এই গুণাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন আপন হোক বা পর সবাই তার গুণ গাইতে থাকবে, তার উপর বিশ্বাস করতে থাকবে, তাকে ভালবাসবে এবং তার দিকে ঝুঁকে পড়বে আর এমন ব্যক্তি তার এই গুণাবলীর বরকতে সবার চোখের তারা হয়ে যায়, আর এর বিপরীত খেয়ানতকারী অর্থাৎ ধোকাবাজী, অসৎ চরিত্র এবং মিথ্যা এমন মন্দ বিষয় যে, এতে লিপ্ত মানুষ **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়, একনিষ্ট বন্ধু থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, মানুষের বিশ্বাস অর্জন এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখতে নিষ্ফল হয়ে যায়, মোটকথা এমন লোক অপমান ও অপদস্থতার মালা নিজের গলায় পরে নেয়। আসুন! ধোকাবাজী, অসৎ চরিত্র এবং মিথ্যার নিন্দা সম্বলিত **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: অভিশম্পাত ঐ ব্যক্তির উপর, যে কোন মুসলমানের ক্ষতি করে বা তার সাথে ধোকাবাজী করে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, আবু মা'জা ফিল খেয়ানাতে ওয়াল গাশ, ৩/২৭৮, হাদীস নং-১৯৪৮)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: কৃপণ, অবাধ্য এবং অসৎ চরিত্রবান জান্নাতে ব্যক্তি প্রবেশ করবে না। (মাসাভিল আখলাক, বাবু মা'জা ফি যম্মিল বুখল..., ১৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬১)

(৩) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল কোনটি? ইরশাদ করলেন: মিথ্যা বলা, যখন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন গুনাহ করে এবং যখন গুনাহ করে তখন অকৃতজ্ঞ হয় এবং যখন অকৃতজ্ঞ হয় তখন জাহান্নামে প্রবেশ করে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন আস, ২/৫৮৯, নম্বর-৬৬৫২)

বড়ি কৌশিশেঁ কি গুনাহ ছোড়নে কি, রাহে আহ! নাকাম হাম ইয়া ইলাহী!
মুঝে নারে দোযখ চে ডর লাগ রাহা হে, হো মুঝ না'তুয়ানোঁ পর করম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

১২টি মাদানী কাজের একটি "ফযরের পর মাদানী হালকা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ধোকাবাজী, অসৎ চরিত্র এবং মিথ্যা কিরূপ ধ্বংসাত্মক গুনাহ, সুতরাং বিচক্ষণতা এতেই যে, আমরা আমাদের নরম ও স্পর্শকাতর শরীরের প্রতি সদয় হই এবং নিজের আমলের পরিসংখ্যান করি যে, এই গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে যদি আমাকে জাহান্নামে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয় তবে আমার কি অবস্থা হবে। এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে বাচিঁয়ে তাদের নেককার বানানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট। আসুন! গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে এবং নেকীর পথে পরিচালিত হতে আমরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজের সাড়া জাগানোকারী হয়ে যাই। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"ফযরের পর মাদানী হালকা"**। ❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী হালকার বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয় ❁ মাদানী হালকার বরকতে কোরআনের তিলাওয়াত করা এবং শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয় ❁ মাদানী হালকা হলো কোরআনে করীমকে অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে বুঝার উত্তম উপায় ❁ মাদানী হালকার বরকতে মাদানী ইনআমাদের উপর আমল করা হয় ❁ মাদানী হালকার বরকতে ইশরাক ও চাশতের নফল আদায়ের সৌভাগ্য অর্জিত হয় ❁ মাদানী হালকায় বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কল্যাণময় আলোচনা সমৃদ্ধ শাজারা শরীফ পাঠ করার ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয় এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن আলোচনা রহমত বর্ষনের মাধ্যম, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন ইয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন : عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার লোকের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কল্যাণময় আলোচনা সমৃদ্ধ এই মোবারক শাজারার বরকতে অনেক আশিকানে রাসূলের আটকে যাওয়া কাজ হয়ে যায়। আসুন উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

www.dawateislami.net

ভিসা পেয়ে গেলো

ওমানের এক ইসলামী ভাই প্রায় ১৪ বছর ধরে ওমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং ৬বছর ধরে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত। সেখানে তার নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে। তার একবার নিজের কারখানায় কাজের লোকের প্রয়োজন হলো। তিনি ভিসার জন্য বার বার আবেদন করছিলেন কিন্তু অনেক প্রচেষ্টার পরও ভিসা পাচ্ছিলেন না। কয়েক বছর এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেলো, অনেক চিন্তায় ছিলো। কেননা, কর্মচারি না থাকার কারণে তাকে ক্ষতির সম্মুখিন হতে হচ্ছিলো। অবশেষে তিনি সাহস করে আবারো একবার আবেদন করলেন। এরই মাঝে এক ইসলামী ভাই তাকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কর্তৃক প্রদত্ত **"শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া"** থেকে শাজারায়ে আলিয়ার দোয়ার ছন্দ গুলো পাঠ করার পরামর্শ দিলো। তিনি **শাজারা শরীফ** থেকে দোয়ার ছন্দগুলো অবিরত পড়তে শুরু করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া** পাঠ করার বরকতে তার ঐ কাজ যা কয়েক বছর ধরে হচ্ছিলো না তা আশ্চার্য জনকভাবে কয়েকদিনে মধ্যেই হয়ে গেলো, অর্থাৎ তার চাহিদানুযায়ী ভিসা পেয়ে গেলো।

মুশকিলে হাল কর শাহে মুশকিল কোশা কে ওয়াস্তে, কর বালায়ে রদ শহীদে কারবালা কে ওয়াস্তে।
(শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া, ৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনার তাজেদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাল্যকাল থেকেই সকল গুণাবলীতেই অতুলনীয় ছিলেন, যখন **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যৌবনে পদার্পন করলেন, তখন এই গুণাবলীতে আরো ঔজ্জল্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমানতদারীতার শান এমন ছিলো যে, যার বদৌলতে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৃষ্টির মধ্যে খুবই গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত এবং **আল্লাহ তায়ালা হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশান্তিময় জ্ঞান এবং অতুলনীয় পান্ডিত্যের মহান উপাদান দান করা হয়েছে, যেমনটি যখন কাবা নির্মানের সময় হাজরে আসওয়াদকে স্থাপন করা নিয়ে আরবে বড় বড় সর্দারদের মাঝে দ্বন্ধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো এবং যা হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ দন্ধের এমন

www.dawateislami.net

অনতুনীয় সমাধান করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় বুদ্ধিজীবি এবং সর্দাররা তাঁর সিদ্ধান্তের মহত্বের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং সবাই বলে উঠলো যে, **ওয়াল্লাহ**! ইনি তো আমিন এবং আমরা তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট। আসুন! আমরাও সেই ঘটনা শ্রবণ করি এবং তা থেকে অর্জিত মাদানী ফুল কুঁড়াই।

ওয়াল্লাহ! তিনি তো আমিন!

যখন **মক্কার সুলতান, রহমতে আলামিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বয়স পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর হলো তখন প্রবল বর্ষনে হারামে কাবায় এমন বন্যা হলো যে, কাবার ভবন শহিদ হয়ে গেলো। আমালিকা, জুরহাম সম্প্রদায় এবং কুচায়া ইত্যাদিরা নিজ নিজ সময়ে কাবার নির্মান এবং পূনর্নির্মান করেছিলো, কিন্তু যেহেতু ভবনটি নিচের দিকে ছিলো তাই বৃষ্টির সময় পাহাড়ী ঢল প্রবল বেগে মক্কার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো এবং প্রায় হারামে কাবায় বন্যা দেখা দিতো। কাবার নিরাপত্তার জন্য উপরের অংশে কোরাইশরা অনেক বাঁধ নির্মাণ করেছিলো কিন্তু বারবার ভেঙ্গে যেতো। তাই কোরাইশরা এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, কাবার একটি শক্তিশালী ভবন বানানো, যার দরজা হবে উচুঁ এবং ছাঁদও থাকবে। (সীরাতু হালবিয়া, বাবু বানইয়ানে কোরাইশুল কাবা..., ১/২০৪) সুতরাং কোরাইশরা মিলেমিশে এর নির্মাণ কাজ শুরু করে দিলো। এই নির্মাণে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অংশগ্রহণ করে এবং মক্কার সর্দারদের সাথে পাথর উঠিয়ে আনছিলো, বিভিন্ন সম্প্রদায় নির্মানের জন্য বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নিলো। যখন ভবনটি **"হাজরে আসওয়াদ"** পর্যন্ত এসে পৌঁছলো তখন গোত্রগুলোর মধ্যে চরম ঝগড়া বেধে গেলো। প্রত্যেক গোত্রই চাইলো যে, আমরাই **"হাজরে আসওয়াদ"**কে উঠিয়ে দেওয়ালে স্থাপন করবো। যেনো আমাদের গোত্রের জন্য এটি গর্ব ও সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই টালবাহানায় চারদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো, এমনকি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, তলোয়ার বের হয়ে আসবে, কিছু গোত্র তো এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলো এবং জাহেলিয়্যতের যুগের প্রথানুযায়ী নিজের শপথকে দৃঢ় করতে এক বাটি রক্তের মধ্যে নিজের আঙ্গুল ডুবিয়ে তা চেটে নিলো। পঞ্চম দিন হারামে কাবায় আরবের সকল গোত্র এসে জমা হলো, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি এই প্রস্তাব রাখলো যে, কাল যে ব্যক্তি সকাল সকাল সর্বপ্রথম

www.dawateislami.net

হারামে কাবায় প্রবেশ করবে, তাকেই নেতা মেনে নেয়া হবে। সে যা সিদ্ধান্ত দেবে সবাই তা মেনে নেবে, সুতরাং সবাই এই কথা মেনে নিলো। **আল্লাহ তায়ালার** শান যে, সকালে যে ব্যক্তি কাবার হারামে প্রবেশ করলো, তিনি **হুযুর রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ছিলেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে সবাই চিৎকার করে উঠলো ওয়াল্লাহ! ইনি তো "আমিন", আমরা সবাই তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট, সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন যে, যেই যেই গোত্রের লোকেরা হাজরে আসওয়াদকে তার নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিস্থাপন করার দাবী করছো তারা তাদের মধ্য হতে এক একজন নেতা নির্বাচন করুন, সুতরাং প্রত্যেক গোত্র নিজেদের এক একজন নেতা নির্বাচন করলো। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের চাদর মোবারক বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদকে তাতে রাখলেন এবং নেতাদের আদেশ দিলেন যে, সবাই এই চাদরকে ধরে পবিত্র পাথরটি উঠান। সব নেতারা চাদরটি উঠলো এবং যখন হাজরে আসওয়াদ তাঁর নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছলো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** বরকতময় হাতে সেই পবিত্র পাথরটি উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিলেন। অতএব এমনিভাবে একটি রক্তক্ষয়ি লড়ায়ের অবসান হলো, যার ফলশ্রুতিতে জানি না কতযে খুন খারাবি হতো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, হাদীস বানিয়ানুল কাবা, ৭৯ পৃষ্ঠা)

তু হি আম্বিয়া কা সরওয়ার তু হি দো জাহাঁ কা ইয়া ওয়ার
তু হি রেহবারে যামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৫ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ হে মদীনা ওয়ালা আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি নবীদের সর্দার এবং আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্যকারী আর যুগ যুগ ধরে সবার সরদার এবং পথ প্রদর্শক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যৌবনে আমাদের **আক্বা ও মওলা আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বোধ ও অর্ন্তদৃষ্টি এবং সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা কিরূপ উচ্চ ও অনন্য ছিলো যে, যখন বিভিন্ন গোত্রের মাঝে কোন বিষয়ে বিবাদ লেগে যায় এবং কোন ভাবেই এর সমাধান না হয়

www.dawateislami.net

তখন অবশেষে মামলা **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদালতে চলে আসতো, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্যার অবস্থা বিবেচনা করে এমন প্রভাবিত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দিতেন যে, যা সকলেই আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে নিতেন এবং খুন খারাবির অবস্থা সৃষ্টি হতো না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতের সংশোধনের প্রেরণায় ১০৪টি বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে সদা ব্যস্ত রয়েছে, এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ হলো **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"**। জামে মসজিদ কানযুল ঈমান, বাবরী চক, বাবুল মদীনা (করাচী) তে দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে ১৫ শাবানুল মুয়াজ্জম ১৪২১ হিজরী সনে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের যাত্রা শুরু হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত বাবুল মদীনা (করাচী) তেই ৫টি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত, এছাড়াও জমজম নগর (হায়দারাবাদ), সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ), মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) দু'টি দারুল ইফতা রাওয়ালপিন্ডি এবং গুলজারে তায়্যিবা (সারগোদা)য় দুঃখী উম্মতের শরয়ী পথনির্দেশনা প্রদানে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগের সাথে সম্পর্কীত মুফতীয়ানে কিরামগণ প্রতিদিন অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। দারুল ইফতা অনলাইনে এই ই-মেইল আইডি (darulifta@dawateislami.net) এর মাধ্যমেও প্রশ্ন করা যায়। দুনিয়াজুড়ে সাথেসাথেই শরয়ী পথ নির্দেশনা নেওয়ার জন্য এই নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করা যেতে পারে। নাম্বার গুলো সংগ্রহ করে নিন।

(১) +৯২৩০০০২২০১১২ **(২) +৯২৩০০০২২০১১৩**

(৩) +৯২৩০০০২২০১১৪ **(৪) +৯২৩০০০২২০১১৫**

পাকিস্তানী সময়ানুযায়ী সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই নাম্বার গুলোতে যোগাযোগ করা যাবে (দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিশ্রাম হয়ে থাকে)। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ১০০ ভাগ ইসলামী চ্যানেল **"মাদানী চ্যানেল"** এর গ্রহণযোগ্য ধারাবাহিক অনুষ্ঠান **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"**ও প্রচারিত হয়, যা সপ্তাহে পাঁচদিন, বিভিন্ন সময়ে **মাদানী চ্যানেলে** সরাসরিও (Live) সম্প্রচারিত হয়, যা দেখার কারণে ইলমে দ্বীনের অমূল্য সম্পদ অর্জনের সুযোগ হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক যৌবন সম্পর্কে শ্রবণ করলাম যে,

- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা সততা প্রদর্শন করেছেন।
- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমানতদারীতা, সদাচরণ এবং সততার ন্যায় অনেক উচ্চ গুণাবলী দ্বারাও অধিষ্ঠিত ছিলেন।
- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাদিক ও আমিন উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।
- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যবসার উদ্দেশ্যে অনেক দেশ সফর করেছেন।
- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যাচারিত এবং অসহায়ের প্রতি অনেক সহানুভূতিশীল ছিলেন।
- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিদ্ধান্তের বরকতে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে সন্ধি হয়ে যেতো।
- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজরে আসওয়াদকে নিজের মোবারক হাতে কাবার দেওয়ালে স্থাপন করেন।
- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আচার আচরণের প্রতি হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا অনেক প্রভাবিত হয়েছেন, এমনকি তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিবাহের প্রস্তাবও পাঠান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

একজন আশিকে রাসূল যুবকের কেমন হওয়া উচিৎ?

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর সত্যিকারভাবে আকুল আকাঙ্ক্ষী হওয়া চাই।**

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে সাহাবায়ে কিরাম, পবিত্র আহলে বাইত এবং আউলিয়াদের ভালবাসা পোষণকারী হওয়া চাই।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের বিধানাবলীর প্রতি আমলকারী হওয়া চাই।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআত সহকারে প্রথম সারিতে আদায়কারী হওয়া চাই।

www.dawateislami.net

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে রমযানের রোযা এবং ফরয ও ওয়াজিব আদায়ের অনুসারী হওয়া উচিৎ।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে চোখ, কান এবং মুখের নিরাপত্তা প্রদানকারী, সিনেমা নাটক থেকে বিরত থাকা চাই।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে অযথা, মোবাইল এবং ইন্টারনেটে অহেতুক সময় নষ্ট এবং গুনাহে ভরা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে বিভিন্ন ধরনের নেশা থেকে বেঁচে থাকা চাই।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠকারী হওয়া চাই।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং সুন্নাতের উৎসাহ প্রদানকারী হওয়া উচিৎ।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং গুনাহ থেকে বারণকারী হওয়া উচিৎ।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে জাহান্নামের নিয়ে যাওয়ার মতো আমল করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল যুবককে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমলের অনুসারী হওয়া উচিৎ।

তেরে সুন্নাতোঁ পে চল কর মেরী রুহ জব নিকাল কর,
চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তেরে নাম পর হো কুরবাঁ মেরে জান জানে জা'না,
হো নসীব সর কাটানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
মেরী আ'দতে হোঁ বেহতর বনো সুন্নাতোঁ কা পেয়কর,
মুঝে মুত্তাকী বানা'না মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চলা ফেলার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❁ পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

❁ **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহঙ্কার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। তাকে ভূ-পৃষ্ঠে দাবিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত দাবতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮) ❁ **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন মনে হত যেন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৮) ❁ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এত ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ❁ রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ❁ চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল

www.dawateislami.net

রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। ❁ রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না। কেননা, হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪/৪৭০, হাদীস-৫২৭৩) ❁ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পা-গুলো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো　　পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে　　হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা-৬৬৯-৬৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net